



UNITED PEOPLES DEMOCRATIC FRONT (UPDF)

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

(A political party based in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh)

Mailing Address :Swanirbhar bazaar, Khagrachari, Northern Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.

Email. updfcht@yahoo.com Website: www.updfcht.com

Ref:

Date: ৩০ জুন ২০২৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সংবিধানের বিতর্কিত ‘পঞ্চদশ সংশোধনী’ বাতিল ও সকল জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, গণসমাবেশ

“বাঙালি জাতীয়তা মানি না, লড়াই চলছে, চলবে” এই শ্লোগানে সংবিধানের বিতর্কিত ‘পঞ্চদশ সংশোধনী’ বাতিল ও সকল জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ ৩০ জুন ২০২৪, রবিবার বিতর্কিত ‘পঞ্চদশ সংশোধনী’ আইন পাসের ১৩ বছর পূর্তিতে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহ এবং এলাকাসীরা উদ্যোগে এই বিক্ষোভ ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। বিগত ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে এই সংশোধনী পাস করা হয়।

খাগড়াছড়ি সদর:

বৃষ্টি উপেক্ষা করে সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর বাজার থেকে ইউপিডিএফের খাগড়াছড়ি ইউনিটের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি জেলা পরিষদ, নারান্ডিয়া হয়ে উপজেলা পরিষদ গেইট এলাকা ঘুরে আবার স্বনির্ভরে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। এতে ৩ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ইউপিডিএফের খাগড়াছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক লালন চাকমা ও পার্বত্য নারী সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি কনিকা দেওয়ান। এছাড়া সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি শান্ত চাকমা ও হিল ইউমেস ফেডারেশনের জেলা আহ্বায়ক এন্টি চাকমা

ইউপিডিএফ সংগঠক লালন চাকমা চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের জনগণের মতামত ও ন্যায্য অধিকারকে অবজ্ঞা করে ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে তড়িঘড়ি করে বিতর্কিত ‘পঞ্চদশ সংশোধনী’ কালো আইন পাস করা হয়।

তিনি বলেন, একজন বাঙালি যেমন পাহাড়ি হতে পারে না তেমনি একজন পাহাড়ি কখনো বাঙালি হতে পারে না। আমরা নিজ নিজ জাতিগত পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। এই জাতিগত পরিচয় দেওয়ার অধিকার যে সংবিধান কেড়ে নেয় সেই সংবিধান আইন আমরা প্রত্যাখ্যান করি। তিনি তার বক্তব্যে পঞ্চদশ সংশোধনীর কপি পুড়িয়ে ফেলার আহ্বান জানালে সমাবেশ উপস্থিত লোকজন পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে মুহূর্মুহু শ্লোগান দেন। এ সময় সমাবেশের ব্যানারের সামনে পিসিপি’র জেলা সভাপতি শান্ত চাকমা বিতর্কিত ‘পঞ্চদশ সংশোধনী’র কপি পুড়িয়ে ফেলেন।

সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের সভাপতি কনিকা দেওয়ান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আত্মপরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার নূনতম অধিকারও পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্যমে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি শাসকগোষ্ঠীর এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ও সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করার জন্য পর্যটন স্পট করা হচ্ছে এবং একই সাথে সেখানে জুম্ম মেয়েদের খারাপ পথে ধাবিত করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন।

সমাবেশ থেকে বক্তরা অবিলম্বে পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে সংবিধানে সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানান।

বাঘাইছড়ি (রাঙামাটি) :

বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের ১৩ বছর পূর্তিতে ইউপিডিএফ ও সহযোগী সংগঠনসমূহের উদ্যোগে আজ সকাল ১০টার সময় বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক উজোবাজারের পাশে গঙ্গারামুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বিশাল গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও সাজেকের বিভিন্ন এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে, ইঞ্জিন চালিত বোট যোগে, জীপ গাড়ি যোগে হাজার হাজার এলাকাবাসীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মুরব্বী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাবেশে যোগদান করেন।

সমাবেশে ইউপিডিএফের রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক চন্দন চাকমার সভাপতিত্বে ও বাঘাইছড়ি ইউনিটের সংগঠক রুপেশ চাকমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফের বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক অক্ষয় চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা দপ্তর সম্পাদক কিরণ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বীর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বাঘাইছড়ি উপজেলা সাধারণ সম্পাদক নন্দা চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের বাঘাইছড়ি উপজেলা সভাপতি অর্চনা চাকমা।

সভাপতির বক্তব্যে ইউপিডিএফ সংগঠক চন্দন চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের একমাত্র মুক্তির সনদ পূর্ণস্বায়ত্তশাসন উল্লেখ করে বলেন, পাহাড়ীদের অস্তিত্ব বিলিন করে দেয়ার জন্য সরকার একের পর এক ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। ২০১১ সালের ৩০ জুন আওয়ামী লীগ সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত জাতিসত্তাগুলোর ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। এর মাধ্যমে সরকার তার উগ্রজাতীয়তাবাদী মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের যে লক্ষ্য তা পরিষ্কার করেছে।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলো বাঙালি নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তা আরোপ করা হলে তৎকালীন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা ২০১১ সালে আবারো সংবিধানে পাহাড়িসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে বাঙালি বানিয়েছেন।

চন্দন চাকমা বলেন, আমরা পাহাড়ি জনগণ যুগে যুগে স্বাধীন ছিলাম। কিন্তু কালক্রমে আমাদের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক সীমানা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বৃটিশরা পরিকল্পিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ার কারণে পাহাড়ি জনগণের ওপর চরম দুর্দশা নেমে এসেছে, যা আজো চলমান রয়েছে। এসব ইতিহাস আমাদের জানতে হবে।

তিনি আওয়ামী লীগ সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর পাহাড়িদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার যে পায়তারা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আজকে সরকার-শাসকগোষ্ঠী সেনাশাসন জারি রেখে পাহাড়িদের উপর অন্যায়-অবিচার চালাচ্ছে, ভূমি বেদখল, উচ্ছেদ করছে। সরকারের এমন অমানবিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সবাইকে লড়াইয়ে বাপিয়ে পড়তে হবে।

তিনি বৈরি প্রকৃতির মধ্যেও সমাবেশে অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত সবাইকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা তথা পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অক্ষয় চাকমা বলেন, আমরা বাঙালি নয়, আমরা পাহাড়ি। যে সংবিধান আমাদের বাঙালি বানায়, সেই সংবিধান আমরা মানি না।

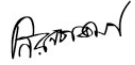
তিনি বলেন, সাজেকে মুসলিম শূন্য এলাকায় বিলাসবহুল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে চিকিৎসার অভাবে মানুষ মারা যায় সেখানে হাসপাতাল না করে মসজিদ কেন? যেখানে কোন মুসলিম নেই সেখানে মুসলিমের নামে গ্রাম কেন? যেখানে নিজের ভিটামাটিতে বসত ঘর করতে বাধা, সেখানে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ কেন?

তিনি আরো বলেন, বৃহত্তর বাঘাইছড়ির মাটি যে বিপ্লবীদের ঘাটি তার প্রমাণ আমরা বহু আগে থেকে পেয়েছি। আমাদের বোন কল্পনা চাকমাকে অপহরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রূপনের আত্মবলিদান দিয়েছেন, সমর-সুকেশ ও মনতোষ সেটলারদের দ্বারা গুলির শিকার হয়েছেন। ২০০৮ ও ২০১০ সালে সাজেককে রক্ষা করতে গিয়ে বুদ্ধপুদি, লক্ষী বিজয় ও লাদু মুনি আত্মবলিদান দিয়েছেন। গত ১৮ জুন বাঘাইছড়ি বাজারে অবস্থানরত ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করেছেন সাজেকবাসী। সাজেক এলাকার মানুষ অন্যায়ে বিরুদ্ধে সব সময় রুখে দাঁড়িয়েছেন, আগামীতেও অন্যায়ে প্রতিরোধে সবসময় সোচ্চার থাকবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ সঙগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তিনি বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানান।

এছাড়াও খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি, দীঘিনালা, মানিকছড়ি, রামগড়, লক্ষীছড়ি এবং রাঙামাটির কুদুকছড়ি, নান্যাচরসহ বিভিন্ন জায়গায় একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বার্তা শ্রেরক



নিরন চাকমা

প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)।